ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 193 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৯ ● কলকাতা ● ১২ পৌষ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

SIR হিয়ারিং শুরুর দিনেই

সিইও দফতরে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবশেষে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-র হিয়ারিংয়ের কাজ। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩ হাজার ২৩৪টি হিয়ারিংকেন্দ্র করা হয়েছে। হিয়ারিং শুরুর দিনেই সিইও দফতরের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এতদিন রাজ্যপুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাচ্ছিল। শনিবার থেকে কলকাতায় সিইও-র দফতরকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আনা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতা, পরিকাঠামোগত ঘাটতি ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে দফতরটি খুব শীঘ্রই বিবাদী বাগ এলাকার স্ট্র্যান্ড রোডে শিপিং হাউসে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান এবং নতুন- উভয় দফতরেই সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। এবার তাতেই

এরপর ৪ পাতায়

পর্ব 156

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুদেব আমার মনের দশা জেনে গেলেন।

তিনি বললেন, "যদি নিজের নিজেকে জানতে হয়, তাহলে নিজে নিজেকে প্রশ্ন কর যে- আমি কে? এইভাবে তিনবার প্রশ্ন কর তাহলে জেনে যাবে তুমি কে?" আমিও চোখ বন্ধ করি এবং নিজে নিজেকেই প্রশ্ন করি - "আমি কে? আমি কে? আমি কে?" আস্তে আস্তে চোখ কখন বন্ধ হয়ে গেল, বুঝতেও পারলাম না।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

চপ-মুড়ির দোকান নিয়ে মমতাকে আক্রমণ হুমায়ুনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নয়া দল গড়েছেন। যত দিন যাচ্ছে লক্ষ্যমাত্রাও লাগাতার বাড়িয়ে চলেছেন রোজ। এবার সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। ২০২৬ সালেই পশ্চিমবঙ্গে মমতা সরকারের পতন ঘটবে বলে দাবি করলেন তিনি।

হুমায়ুন জানিয়েছেন, আগামী বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই জোট, আসন বণ্টন সেরে ফেলবেন তিনি। তার পর প্রচারে নামবেন। দিনে তিনটি করে বিধানসভায় প্রচারে যাবেন তিনি। সময় বাঁচাতে ব্যবহার করবেন হেলিকপ্টার। তবে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, কাউকে নিয়েই ভাবিত নন হুমায়ুন। তাঁর সাফ কথা, "হোক না লড়াই। বাংলার মানুষে কাকে বেছে নেন, দেখা হোক পরীক্ষা করে।" তবে ISF এবং MIM-এর সঙ্গে জোট যে এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তা মেনে নিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি বলে জানিয়েছেন।

শনিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি মমতাকে আক্রমণ করেন হুমায়ুন। মুখে মুসলিমপ্রীতি দেখালেও, আসলে মমতা সনাতনী হিন্দুদের তোষণ করে চলেছেন বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, "বাংলার মুসলিমদের বলব, আগামী ভোটে এই অকর্মণ্য, তোলাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারটাকে বিদায় দিতে হবে। গনি খান চৌধুরী বলতেন, সিপিএম-কে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবেন। আমার স্থির বিশ্বাস ওঁর মতো হবে না। হুমায়ুন কবীর বেঁচে থাকতে থাকতেই তৃণমূলের পতন ঘটবে, ২০২৬ সালেই পতন ঘটবে।"এদিন নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনেও মমতাকে আক্রমণ করেন হুমায়ুন। তাঁর বক্তব্য, "মানুষকে নিদান দিচ্ছেন চপ-মুড়ি-ঘুগনির দোকান খোলার। ওঁর পরিবারে তো অনেক লোক আছে। তাঁদের দিয়ে করান না! ওঁদের পরিবারের লোক কী করছে, তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। যে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের কী অবস্থা! প্রত্যেকটা জায়গা দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে। দুর্নীতিমুক্ত বাংলায় নতুন সরকার আনতে সর্বস্ব দিয়ে লড়ব।"

এর আগে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৩৫টি আসনে লড়ার কথা জানিয়েছিলেন হুমায়ুন। এদিন তিনি জানিয়েছেন, ১৮২টি আসনে লড়বেন। নির্বাচনে ISF এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসির MIM-এর সঙ্গে জোট বাঁধা নিয়েও আশাবাদী হুমায়ুন। তাঁর কথায়, "১৮২টি আসনে লড়াই করে কী ফল আনব দেখবেন। বলে রাখছি, ফলাফলের দিন মিরাকল রেজাল্ট হবে। অনেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বাংলার রাজনীতিত আগামী দিনে আমি, ISF জোটবদ্ধ হচ্ছি, MIM যোগদান করলে স্বাগত জানাচ্ছি।"

কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ২ পুত্র-সহ পরিবারের ৪ জনকে হিয়ারিংকে ডাকল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খসড়া তালিকাতে নাম নেই। এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুনানিতে ডাকা হল বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দুই পুত্রকে। এমনকি, শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয় তৃণমূল সাংসদের মা ও বোনকে। এই নিয়ে সরব হয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এসআইআর প্রক্রিয়া আদৌ ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুললেন তিনি।তাদেরও নাম নেই।" তবে ওই বুথের বিএলও কপিল আনন্দ হালদারের বক্তব্য,

"সাংসদের পরিবারের সবার নাম রয়েছে খসড়া তালিকা। অন্য কোনও সংশোধনের জন্য হয়তো ডাকা হয়ে থাকতে পারে।" কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অভিযোগ নিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "হেনস্থা করার হলে তো সাংসদকে ডাকা হত। আর উনি কি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছেন? এত লোককে ডাকা হয়েছে। আর উনি

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব যুব তৃণমূল– জামবনির গিধনীতে প্রতিবাদ মিছিল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনস্বার্থ-বিরোধী নীতি, মিথ্যাচার ও স্বৈরাচারী মনোভাবের অভিযোগ এবং SIR-এর নামে সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে জামবনি ব্লকের গিধনীতে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। জামবনি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি গিধনীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা। জামবনি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ ক্রমশ চাপে পড়ছেন এবং প্রশাসনিক নানা প্রক্রিয়ার নামে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, জামবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফকির মান্ডি, জামবনি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিমাংশু দত্ত সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

(২ পাতার পর)

কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ২ পুত্র-সহ পরিবারের ৪ জনকে হিয়ারিংকে ডাকল কমিশন

বলছেন, হেনস্থা করা হচ্ছে।"

জানা গিয়েছে, সাংসদদের পরিবারের ওই সদস্যরা এদিন বিডিও অফিসে যেতে পারেন। এসআইআর প্রক্রিয়া তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছে বলে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল। ২ বছরের কাজ কেন ২ মাসে করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে নানা অসঙ্গতি সামনে আসছে। ডানকুনির পৌরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে-র নামের পাশে মৃত লেখা।

আবার খণ্ডঘোষের তৃণমূল বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের মা, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীকে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হল কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দুই পুত্র, মা ও বোনকে। কাকলি ২০০৯ সাল থেকে লোকসভার সাংসদ। একজন সাংসদের পরিবারের সদস্যদের যদি ডেকে পাঠানো হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা, সেই প্রশ্ন তোলেন বারাসতের সাংসদ।পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কী বললেন বারাসতের সাংসদ? টিভি৯ বাংলাকে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, "খসড়া তালিকা দেখতে গিয়ে দেখা যায়, আমার দুই ছেলের নাম নেই। তাদের হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। তাদের বাবা (রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার) একজন প্রাক্তন মন্ত্রী। আমি চারবারের সাংসদ। দুই পুত্র সরকারি চাকুরে। হিয়ারিংয়ে যাবে।

কিন্তু, কীভাবে এসআইআর হচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ, যাদের এত যোগাযোগ নেই, হিয়ারিংয়ে কী চাইছে জানে না, তাদের তো হেনস্থা করা হচ্ছে। জবরদস্তি নাম বাদ দিয়ে বিপদে ফেলার চেষ্টা। আমার মা ও বোন অন্য বুথের ভোটার।

জানুয়ারিতে 'সেবাশ্রয়' ধাঁচে হবে মডেল ক্যাম্প, ঘোষণা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোভিডকালে 'ডায়মন্ড হারবার মডেলে'র কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। মহামারীর সময়ে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখতে ছোট ছোট স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছিল তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় এলাকায়। তাতে ব্যাপক উপকৃত হন সাধারণ মানুষ। তারপর থেকে 'সেবাশ্রয়' শিবির প্রায়

এরপর ৬ পাতায়

লাটাগুড়ি বিশাল বড় মাপের কিং কোবরা উদ্ধার

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ি জাতীয় গরুমারা ফরেস্টের থেকে গত ২০২৪ শে প্রথম কিং কোবরা সাপ উদ্ধার হয়

লাটাগুড়ির বনাঞ্চল থেকে। তার পর থেকে কিং কোবরা সাপের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। গরুমারা জাতীয় ফরেস্টের একের পর এক কিং কোবরা সাপ উদ্ধার হয়। পরিবেশ প্রেমিক সংগঠন থেকে জানা যায় এই পর্যন্ত ৫০ টি কিং কোবরা সাপ উদ্ধার হয়েছে। যা এই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নজির গড়েছে। পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের নন্দু কুমার রায় জানান, লাটাগুড়ি ও রামশাই ফরেস্টের থেকে কিং কোবরা উদ্ধার হচ্ছে। এই বড় মাপের কিং কোবরা ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে এসে লোকালয়ে বেশিরভাগ দেখা যায়। শীতের মরসুমে পর্যটকরা উত্তরবঙ্গের ঘুরতে আসার তাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল লাটাগুড়ি ও রামশাই। মনোরম সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করতে উপচে পড়ার ভিড় করছে গরু মারা জাতীয় ফরেস্টে। সুন্দর পরিবেশে পর্যটকরা হাতি, বাঘ এবং বিভিন্ন রকমের যন্ত্র জানোয়ার ও পশু পাখির মনোরম পরিবেশ উপভোগ করেন পর্যটকরা। পর্যটকরা বিশাল বড় মাপের কিং কোবরা দেখতে পেয়ে অত্যান্ত খুশি। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের নন্দু কুমার রায় জানান,সাপটিকে উদ্ধার করে গভীর জঙ্গলের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশাল বড় মাপের কিং কোবরার দেখতে এলাকার মানুষ ও পর্যটকরা ভিড় জমান।

সম্পাদকীয়

দিল্লিতে 'অপারেশন আঘাত'! রাতভর তল্লাশিতে গ্রেপ্তার ২৮৫

ইংরেজি নতুন বছর পড়ার ঠিক আগেই বড়সড় তল্লাশি অভিযান দিল্লিতে। শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও মাদক। গ্রেপ্তার ২৮৫ জন। উৎসবের ভিড়ের মধ্যে অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যেই এই অপারেশন বলে জানা গিয়েছে। 'অপারেশন আঘাত ৩.০' নামের এই অভিযানের উদ্দেশ্যই ছিল সংঘবদ্ধ অপরাধীদের পাশাপাশি বারবার আইন ভঙ্গকারীদের দমন করা। অভিযানে ২১টি দেশি পিস্তল, ২০টি তাজা কার্তুজ এবং ২৭টি ছুরি-সহ বহু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও মাদক ও অবৈধ মদের চালানও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উৎসবের আগে বাজারে চোরাচালানের পণ্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার ইঙ্গিত হিসেবেই একে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বহু চুরি যাওয়া সম্পত্তিও উদ্ধারও করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানে ৩১০টি মোবাইল ফোনেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও ২৩১টি বাইক এবং একটি গাড়িও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। এই অভিযানকে দিল্লি পুলিশের বড় সাফল্য হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আগামিদিনের চুরি-ছিনতাই জাতীয় অপরাধ দমনে এই অপারেশন বড় ভূমিকা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।পুলিশ জানিয়েছে, অস্ত্র আইন, আবগারি আইন, এনডিপিএস আইন এবং জুয়া আইন-সহ বিভিন্ন ধারায় ২৮৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও, নববর্ষের অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য অপরাধ এড়াতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৫০৪ জনকে আটক করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, দাগী অপরাধীদের ধরতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১১৬ জন তালিকাভুক্ত দুষ্কৃতীকে আটক করেছে পুলিশ। এবং সেই অভিযান চলাকালীন পুলিশ পাঁচজন গাড়ি চোরকেও গ্রেপ্তার করেছে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

যোগ দিচ্ছেন।পূজার আগের দিন সংযম পালন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গভীর শিক্ষা দেয়। ছোটবেলায় শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজায় সংযমের দিন মাছ-মাংস পরিহার, নিরামিষ আহার, আতপ চালের ভাত খাওয়া, উপোস থাকা সম্ভব হবে কি-না এসব নিয়ে এবং পূজার দিন উপবাস থাকা, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণে হয় আনন্দঘন এক আয়োজন! আর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

SIR হিয়ারিং শুরুর দিনেই সিইও দফতরে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী

সাড়া মিলেছে।এসআইআর-র কাজ চলাকালিন একাধিকবার দেখা গিয়েছে সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ। বিএলওরা নিজেদের দাবি নিয়ে সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছে। একপরেই নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছিল। এবার থেকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতে চলছে সিইও দফতর। সূত্রের খবর, প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ জনের এক একটি দল দায়িত্ব থাকবে সিইও দফতরের নিরাপত্তার জন্য। মূলত সিআইএসএফ এর জওয়ানরাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

জানা গিয়েছে, ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তায় মূলত ৮ থেকে ১১ জন জওয়ান থাকেন। তারমধ্যে রয়েছে ১ থেকে ২ জন কম্যান্ডো। সিইও দফতরে থাকা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানানো হয়েছিব। কমিশনের পাঠানো আবেদনে সাড়া দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তারপরেই সিইও দফতরের সকলেকলের নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল অফিসার ও কর্মীদের ভিড়ে দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দিরে কৃষ্ণ ও বলরামের মাঝখানে একনংশা মূর্তি আছে, এবং পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ ও বলরামের মাঝখানে সুভদ্রার মূর্তি এই একনংশার স্মৃতি (ধর্ম ও সংস্কৃতি ১৫৮)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সন্দেহজনক ভোটার কারা? নামের তালিকা প্রকাশের দাবি অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গেই শতাংশের নিরিখে সবথেকে কম সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। শনিবার এমনই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে এক কোটি বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী বসবাস করছে বলে বিরোধী দল বিজেপি দাবি করেছিল।তথ্য দিয়ে এ দিন অভিষেক আরও দাবি করেন, জনসংখ্যার নিরিখে বাংলাতেই শতাংশের নিরিখে সবথেকে কম সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। অভিষেক বলেন, 'বাংলায় ১০ কোটি ৫ লক্ষ মানুষের বাস। সেখানে নাম বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ভোটারের। গুজরাতে ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ মানুষ বাস করেন, সেখানে বাদ গিয়েছে ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার নাম। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি, বাদ যাচ্ছে ৪ কোটি নাম। তামিলনাড়ুর জনসংখ্যা ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ, বাদ গিয়েছে ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার নাম। কেরলে জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬২ লক্ষ, বাদ গিয়েছে ২৪ লক্ষ ৮ হাজার নাম। বাংলায় এসআইআর-এ ৮৯ শতাংশেরও বেশি মানুষের নাম ম্যাপিং-এ মিলেছে, তাহলে কেন আতঙ্ক তৈরি করা হল? উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাত, ছত্তীসগড়, মধ্যপ্রদেশ এমন কি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এসআইআর-এর সময় বৃদ্ধি করা হল, বাংলায় কেন করা হল না?'এসআইআর প্রক্রিয়ায় এরকম কত জন অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে, সেই তালিকা প্রকাশ করার জন্যও নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছেন অভিষেক। অভিষেকের অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য নয়। আসলে বাংলার মানুষকে হেনস্থা করতেই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি অভিষেক দাবি করেছেন, লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি রয়েছে বলে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে অভিষেক প্রশ্ন তুলেছেন, ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে একই দিনে কীভাবে এই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করে ফেলল নির্বাচন কমিশন? কোন প্রক্রিয়ায় কমিশন এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করল, তা প্রকাশ্যে আনার জাবি করেছেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'হয়তো কারও বাবার নামের সঙ্গে অথবা বাবার বয়সের সঙ্গে গরমিল রয়েছে। একদিনে এরকম ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে চিহ্নিত করে ফেলল কমিশন? ১ কোটি ৩৬ লক্ষ কেন, ২-৩ কোটি নামও সন্দেহজনক হতে পারে। কিন্তু সেই নামের তালিকা তো প্রকাশ করতে হবে। ক্লাসের রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, বলা হল চল্লিশ জন ফেল করেছে। কিন্তু কারা ফেল করেছে জানানো হবে না? আপনার কাছে কোন জাদুকাঠি আছে যে ৭ কোটি মানুষের নথি যাচাই করে একদিনের মধ্যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের নামের গরমিল চিহ্নিত করে ফেললেন?'

একই সঙ্গে অভিষেক অভিযোগ করেছেন, বহু এমন ভোটার রয়েছেন, যাঁরা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বর তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনিও দিল্লিতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে এই প্রশ্নগুলি তুলবেন তিনি। সন্দেহজনক বা লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যানসি রয়েছে বলে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারদের চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই তালিকা প্রকাশের জন্য ৩১ ডিসেম্বর কমিশনকে সময় বেঁধে দিয়ে আসবে তৃণমূল। কমিশন যদি তার পরেও এই সন্দেহজনক ভোটারদের তালিকা প্রকাশ না করে তাহলে দিল্লিতে কমিশনের অফিস ঘেরাও করা হবে বলেও হুমকি দিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, বিহারে এরকম সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে প্রথমে ২৮ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ ভোটারের নাম পাকাপাকি ভাবে মুছে দেওয়া হয়। বাংলায় সেই সংখ্যাটাই একধাক্কায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ করে দেওয়া হয়েছে।

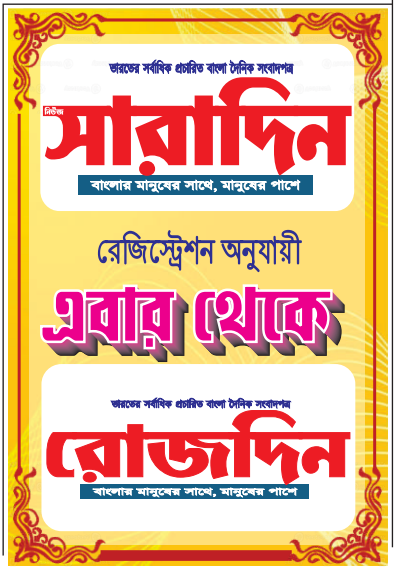

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি! বঙ্গোপসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: 'ইসলামি জঙ্গি' শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের পরেই ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। আস্তিন গুটিয়ে রণহুঙ্কার ছাড়ছে দুই পক্ষই। তার মধ্যেই ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখা।উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ অগস্ট পাকিস্তানি মদতপুষ্ট বাংলাদেশ সেনার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারাতে হয়েছিল শেখ হাসিনাকে। তার পর থেকে গত ১৭ মাসে পাকিস্তান সেনার সঙ্গে বাংলাদেশ সেনার দহরম-মহরম বেড়েছে। দুই দেশের সেনা আধিকারিকরা নিয়মিত ঢাকা-ইসলামাবাদ সফর করছেন।

(৩ পাতার পর)

ভারতীয় সেনার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সেনাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে পাক সেনা আধিকারিকরা। ময়মনসিংহের সেনা ঘাঁটিতে ওই প্রশিক্ষণ চলছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর বাদে গত নভেম্বরে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিল পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ। ওই জাহাজেই বাংলাদেশ সেনার জন্য উপহার হিসাবে এসেছিল দুই ক্ষেপণাস্ত্র।সেই প্রস্তুতির অংশ হিসাবেই আগামী ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তান ও তুরস্ক থেকে পাওয়া ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ওই দুই দিন চট্টগ্রাম ও হাতিয়া সংলগ্ন জলপথে নৌ যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে সফলভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। 'বাৎসরিক সমুদ্র মহড়ার' অঙ্গ হিসাবেই ওই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হয়েছিল। মহড়ায় ফ্রিগেট, করভেট, বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ অংশ নিয়েছিল। শেষ দিনে যুদ্ধজাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ, বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ, সাবমেরিন বিধ্বংসী রকেট ডেপথ চার্জ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। তার এক মাসের মাথায় ফের ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সাধারণ কোনও ঘটনা নয় বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। নৌবাহিনী সূত্রে খবর, পাকিস্তান নৌসেনার কাছ থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উপহার হিসাবে পাওয়া গিয়েছে। ওই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষপণ করা হবে।

ইতিমধ্যেই নৌবাহিনীর তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আগামী ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরের নির্ধারিত এলাকায় ভারী গোলাবর্ষণ হবে। পতেঙ্গা থেকে ৪৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কুতুবদিয়া থেকে ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে-পশ্চিমে, কক্সবাজার থেকে ৫৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং হাতিয়া থেকে ৩৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, পায়রা ফেরাওয়ে থেকে ৭৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ওই পরীক্ষা করা হবে। এই সময় নিরাপত্তার স্বার্থে সকল নৌযান, বাণিজ্যিক জাহাজ, কোস্টার, মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে উক্ত এলাকায় অবস্থান ও চলাচল থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ ও সতর্ক করা হচ্ছে।'

জানুয়ারিতে 'সেবাশ্রয়' ধাঁচে হবে মডেল ক্যাম্প, ঘোষণা অভিষেকের

নিয়মিত হয়ে উঠেছে ডায়মন্ড হারবারের সাত বিধানসভা কেন্দ্রে।আসলে নন্দীগ্রাম এ রাজ্যের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে কাটাছেঁড়া চলেছে, এখনও তা নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। ছাব্বিশের ভোটে তাই মেদিনীপুরের এই কেন্দ্রের 'সূচ্যগ্র মেদিনী' ছাড়তে নারাজ শাসক শিবির। এখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও পাখির চোখ করেছেন নন্দীগ্রামকে। সেখানকার সাংগঠনিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছেন, সক্রিয়ভাবে নিজে ঝাঁপাচ্ছেন লড়াইয়ের ময়দানে। জানুয়ারিতে সেবাশ্রয়ের ধাঁচে নন্দীগ্রামে মডেল স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন তারই একটি অংশ বলে মত রাজনৈতিক মহলের।এবার সেই ধাঁচেই স্বাস্থ্য শিবির হতে চলেছে রাজ্যের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামে। শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, আগামী ১৫ জানুয়ারি নন্দীগ্রাম ১ ও নন্দীগ্রাম ২-তে দুটি মডেল ক্যাম্প হবে।

শনিবার এনিয়ে বলতে গিয়ে অভিষেক জানিয়েছেন, "নন্দীগ্রাম থেকে সেবাশ্রয় নিয়ে কিছু ফোন আসছিল 'এক ডাকে অভিষেক' এই নম্বরে। আমি চেষ্টা করছি। ওখানে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি, নন্দীগ্রাম ১ আর ২ নম্বর ব্লকে দুটো মডেল ক্যাম্প হবে। আমি ওই সময় ওখানেই থাকব। ওই দুটো ক্যাম্প উদ্বোধনে যাব।" ছাব্বিশে পাখির চোখকে সামনে রেখে আগামী বছরের গোড়া থেকেই কার্যত ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তার খানিকটা প্রকাশ করেছিলেন। মাসের শুরু থেকে জেলা সফরে যাচ্ছেন অভিষেক। ১৫ জানুয়ারি কাঁথিতে জনসভা হওয়ার কথা। আর সেই কারণে ওই সময়ে এখানেই মেডিক্যাল ক্যাম্প করার পরিকল্পনা।

সিনেমার খবর

ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী জুহি চাওলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নব্বইয়ের দশকে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন জুহি চাওলা। দীর্ঘ অভিনয় ক্যারিয়ারে অসংখ্য দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন। দর্শকদের মুঠো মুঠো ভালোবাসা যেমন কুড়িয়েছেন, তেমনি অঢেল সম্পদেরও মালিক হয়েছেন।

তবে গত দুই বছরে কোনো নতুন ছবিতে দেখা যায়নি তাকে। পর্দার বাইরে থাকা এই অভিনেত্রী এখন ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী। সম্প্রীতি গবেষণা, প্রকাশনা এবং ইভেন্ট সংস্থা হুরুন ইন্ডিয়া চলতি বছরের হুরুন ইন্ডিয়া ধনী ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করেছে।

তালিকা অনুসারে, ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী হলেন জুহি চাওলা। যার মোট সম্পদের পরিমাণ ৭ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা। তালিকা অনুসারে, জুহি চাওলার মোট সম্পদের পরিমাণ বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন (১৬৩০ কোটি টাকা), অক্ষয় কুমার (২৫০০ কোটি টাকা) এবং হৃতিক রোশনকে (২১৬০ কোটি টাকা) ছাড়িয়ে গেছে।

১৯৮৬ সালে সুলতানাত সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে জুহি চাওলার। কিন্তু তার সাফল্যের সিনেমা ছিল অভিনেতা আমির খানের বিপরীতে 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'। তারপর তিনি একাধিক বলিউড ছবিতে অভিনয় করেছেন।তিনি ও শাহরুখ খান ১০টির বেশি সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন। শাহরুখ ও জুহির সঙ্গে ত্রয়ীর তৃতীয় সদস্য ছিলেন পরিচালক আজিজ মিরজা।

রূপালী পর্দার বাইরেও বেশ কয়েকটি কাজে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ-মালিক। আইপিএলের প্রথম নিলামের সময় জুহি চাওলার স্বামী জয় মেহতা ও শাহরুখ খান ৭৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনে নেন। এখন সেই কেকেআরের মূল্য ৯ হাজার কোটি রুপির বেশি।

২০২৪ সালের আইপিএলে শিরোপা জেতার পর কেকেআরের ব্র্যান্ড ভ্যালু অনেক বেড়েছে। আইপিএল ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন স্টাডি (জুন ২০২৪) অনুযায়ী, পুরো লিগের বাজারমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৪৫ লাখ কোটি টাকাতে, যার মধ্যে কেকেআরের একক মূল্যই ১ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা।

শুটিং সেটে আহত জিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ শুটিং সেটে আহত হয়েছেন। পরিচালক পথিকৃৎ বসু পরিচালিত নতুন সিনেমা কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত- এর শুটিং চলাকালেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। বর্তমানে সিনেমাটির শুটিং স্থগিত রাখা হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটিং চলাকালেই জিৎ আঘাত পান। পুরো সপ্তাহজুড়েই শুটিংয়ের শিডিউল ছিল। তবে অভিনেতার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে সব কাজ আপাতত পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

পরিচালক পথিকৃৎ বসু জানিয়েছেন, জিতের সুস্থতার ওপরই শুটিং শুরুর নতুন দিনক্ষণ নির্ভর করবে। তাই কবে আবার ক্যামেরার সামনে ফিরবেন অভিনেতা, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

এই ছবিতে জিৎ অভিনয় করছেন ঐতিহাসিক চরিত্র অনন্ত সিংহ-এর ভূমিকায়। অ্যাকশনধর্মী এই সিনেমায় উঠে আসবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ের গল্প। ১৯০৩ সালে চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া অনন্ত সিংহ ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক।

জীবনের শেষ পর্যায়ে অনন্ত সিংহ নকশালপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হন। সাধারণ মানুষের ত্রাতা হিসেবে ব্যাংক ডাকাতির মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনার সঙ্গেও তার নাম জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের এই বর্ণাঢ্য ও বিতর্কিত চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে গিয়েই শুটিং সেটে দুর্ঘটনার শিকার হলেন জনপ্রিয় এই অভিনেতা।

সময়টা ভালো যাচ্ছে না শিল্পা শেঠির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ১৯৯৩ সালে 'বাজিগর' সিনেমার মাধ্যমে তার রুপালি পর্দায় অভিষেক ঘটে। বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি তার ফিটনেস, যোগব্যায়াম এবং রিয়েলিটি শোয়ে বিচারক হিসেবে ব্যস্ত সময় পার করছেন। যদিও অভিনেত্রীর সময়টা ব্যস্ততার মধ্যে কাটলেও মোটেও ভালো যাচ্ছে না। কারণ একের পর এক বিতর্ক যেন লেগেই আছে।

এবার নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বড় ধরনের আইনি ঝামেলার মুখে পড়েছেন এই গ্ল্যামার কন্যা। বেঙ্গালুরুতে শিল্পার মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট 'বাস্তিয়ান'-এর বিরুদ্ধে সম্প্রতি এফআইআর করেছে কর্নাটক পুলিশ।

একটি গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও রেস্তোরাঁটি খোলা রাখা হয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে উচ্চশব্দে গান-বাজনা এবং নাচ-গান চলার অভিযোগ উঠেছে। সেই আইন অমান্য করে এমন উদযাপনের খবর পাওয়ামাত্রই কঠোর অবস্থানে যায় পুলিশ। এ ঘটনায় বেঙ্গালুরুর কিউবান পার্ক থানায় একটি মামলা করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে তলব করা হয়েছে।

তবে কেবল সময় অতিক্রম নয়, 'বাস্তিয়ান' নিয়ে বিতর্কের শুরু গত সপ্তাহ থেকে। বিগ বসের সাবেক বিজয়ী সত্য ওই রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে গেলে বিল পরিশোধ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তুঘলকি কাণ্ড ঘটে।

বচসার সেই সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে রেস্টুরেন্টে কর্তৃপক্ষ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পুলিশের মামলায় নতুন করে আলোচনায় এলেন শিল্পা শেঠি। ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবসা নিয়ে বারবার এমন হোঁচট খাওয়ায় বেশ বিব্রত এ অভিনেত্রী। যদিও এই আইনি জটিলতা নিয়ে এখন পর্যন্ত শিল্পা শেঠির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেসিকে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি বার্সার নতুন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছরের ১৫ মার্চ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে বার্সেলোনার প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন হবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তার সঙ্গে নির্বাচনে লড়াই করবেন ভিক্টর ফন্ট, মার্ক সিরিয়া ও জাভি ভিলাজোয়ানা। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মার্ক সিরিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- তিনি প্রেসিডেন্ট হলে যেকোন মূল্যে মেসিকে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরিয়ে আনবেন।

করোনাকালে তারকা ফুটবলারদের বেতন দিতে গিয়ে একপ্রকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। ক্লাবের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় ক্যাম্প ন্যু ছেড়ে প্যারিসে পাড়ি জমাতে হয়েছিল লিওনেল মেসির। কিংবদন্তির ক্লাব ছাড়ার ঘটনায় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট মারিও বার্তামেউ হেরে যান।

অন্যদিকে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হুয়ান লাপোর্তা ঘোষণা দিয়েছিলেন- জয়ী হলে মেসিকে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরিয়ে আনবেন। ২০২২ মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্টে মেসি পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। ওই সময় মেসির বার্সায় ফেরার জোর গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু লাপোর্তা কথা রাখেননি। স্বল্প বেতনে মেসিকে বার্সায় ফেরানোর সুযোগ থাকলেও ফেরাননি তিনি।

এবার মার্ক সিরিয়া একই প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'আমাদের মেসিকে দরকার। যেকোন মূল্যে।' তবে নতুন এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কোন ভূমিকায় মেসিকে দরকার তা বলেননি। মেসিকে খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ক্যাম্প ন্যুতে ফেরাতে কাজ করবেন নাকি ক্লাবের পরিচালক বা অন্য কোন ভূমিকায় তা পরিষ্কার করেননি।

মেসি অবশ্য বারবার বলেছেন, ফুটবল ক্যারিয়ার শেষ করে তিনি বার্সায় ফিরবেন। এটাই তার ঘর। কিছুদিন আগেই যেমন গভীর রাতে গোপনে ক্যাম্প ন্যুতে প্রবেশ করেন লিও। এরপর ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'হৃদয় দিয়ে অনুভব করি এমন এক স্থানে ফিরেছিলাম। সেখানে ফিরলে হাজারগুন সুখী মনে হয়। একদিন নিশ্চয় ফিরব এখানে। শুধু খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় বলতে নয়।'

ম্যাচ শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ হারালেন ইংলিশ ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দলের জয়ের কিছুক্ষণ পরই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ম্যাকলেসফিল্ডের ২১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ইথান ম্যাকলিওড।

ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল লিগ নর্থে গতকাল বেডফোর্ড টাউনের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পায় ম্যাকলেসফিল্ড। ওই ম্যাচে বদলি তালিকায় নাম ছিল ইথানের। তবে ম্যাচে নামানো হয়নি তাকে।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ইথান নিজেই। স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১০টা ৪০ মিনিটে নর্থ্যাম্পটনের কাছে তার চালানো মার্সিডিজ গাড়ি সড়কের ব্যারিয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

এক বিবৃতিতে ম্যাকলেসফিল্ড ক্লাব জানায়, 'ইথানের মৃত্যু আমাদের পুরো ক্লাবকে ভেঙে দিয়েছে। আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই ক্ষতির অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোনো শব্দ আমাদের নেই।'

বার্মিংহামে জন্ম নেওয়া ইথান কিশোর বয়সে ১০ বছর উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের (ওলভস) একাডেমিতে কাটান। ক্লাবটির অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে ইএফএল ট্রফিতে খেললেও মূল দলে অভিষেক হয়নি তার।

গতির জন্য পরিচিত ইথান উলভারহ্যাম্পটন ছাড়ার পর ধারে খেলেন সাউদার্ন লিগের ক্লাব আলভেচার্চে। পরে রাশাল অলিম্পিক ও স্টোরব্রিজেও স্বল্প সময়ের জন্য খেলেন। সফল ট্রায়ালের পর চলতি বছরের জুলাইয়ে ম্যাকলেসফিল্ডে যোগ দেন তিনি।

সিক্সম্যানদের জার্সিতে পাঁচ ম্যাচ খেলেছেন ইথান। সবশেষ ১০ ডিসেম্বর কিংস লিন টাউনের বিপক্ষে ১-১ ড্র ম্যাচে গোল করেন তিনি। ক্লাবের হয়ে এটি তার দ্বিতীয় গোল ছিল।

ম্যাকলেসফিল্ডের পরবর্তী লিগ ম্যাচ শনিবার আলফ্রেটন টাউনের বিপক্ষে। তবে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি ক্লাবটি।

আরও এক বছর মায়ামিতেই থাকছেন সুয়ারেস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে এক বছরের নতুন চুক্তি করেছেন লুইস সুয়ারেস। ২০২৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটিতে থাকবেন উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার।

এবারের এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়নরা সুয়ারেসকে নতুন করে চুক্তিভুক্ত করার কথা জানায়। গত ৬ ডিসেম্বর তার সঙ্গে মায়ামির আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়।

২০২৫ সালে মায়ামির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫০ ম্যাচে সমান ১৭টি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেন সুয়ারেস। সম্প্রতি ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবার এমএলএস কাপ শিরোপার স্বাদ পায় মায়ামি।

আগামী মাসে ৩৯ বছর পূর্ণ করতে যাওয়া সুয়ারেস ২০২৪ মৌসুমের আগে মায়ামিতে যোগ দেন। সেখানে বার্সেলোনার সাবেক তিন সতীর্থ লিওনেল মেসি, সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবার সঙ্গে পুনর্মিলন হয় তার। এবারের এমএলএস কাপ জয়ের পর ক্যারিয়ারের ইতি টানেন বুসকেতস ও আলবা। মেসির ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি আছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত। সব মিলিয়ে মায়ামির জার্সিতে ৮৭ ম্যাচে ৪২ গোল ও ২৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন সুয়ারেস।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR